হিমশীতল

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৫

প্রকাশক

প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৮ পটুয়াটোলা লেন / কলকাতা-৯

মুদ্রক :

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিন্টিং
১/বি গোয়াবাগান স্ট্রিট / কলকাতা-৬

সুবোধ দাশগুপ্ত

আঠারো টাকা

HIMSITAL
By
BAREN GANGOPADHYAY

Nabapatra Prakashan
8 Patuatola Lane/Cal-700 009

প্রফুল্ল রায়
প্রিয়বরেষু

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সবে খবরের কাগজ নিয়ে বসেছিল অরুণ, চমকে উঠল। কাগজের ব্যক্তিগত কলমে ছোট একটা বিজ্ঞাপন। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। লিখেছে, 'মৃত্যুর পর দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাই।'

ভুল পড়ছি না তো? কাগজটার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অরুণ। গতকাল একটু বেশি রাত-জাগা হয়ে গেছে। ওর বহুকালের পুরনো বন্ধু সমীরের বিবাহবার্ষিকী ছিল। সেখান থেকে ফিরে শুতে শুতে প্রায় দুটো হয়ে গিয়েছিল। কি জানি, রাত জাগার জন্য অক্ষরগুলি অন্যরকম দেখাচ্ছে নাতো! আবার পড়ল অরুণ। না, সেই একই লেখা। বিজ্ঞাপনদাতা বক্স নম্বর দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়েছে, 'মৃত্যুর পর দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য চাই।'

আশ্চর্য! কার এমন অদ্ভুত মনোবাসনা জাগল! মিশরের লোকেরা মৃত্যুর পর দেহকে মমি করে রাখে, কিন্তু আমাদের দেশেও মমি করে রাখার বাসনা জাগল কার! নাকি কোন বিকৃত মস্তিষ্ক লোক এই ধরনের একটা বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে এখন অলক্ষ্যে বসে হাসছে। অরুণ সত্যি সত্যি কেমন গোলোকধাঁধায় পড়ে গেল। আর সেই সঙ্গে প্রচণ্ড কৌতুকও। কৌতূহল দমিয়ে রাখা কঠিন ব্যাপার। পাগলই হোক, আর যেই হোক, ব্যাপারটার মধ্যে বেশ রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

মনে মনে ঠিক করে ফেলল, যেভাবেই হোক বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ফলে, ওর প্রাথমিক কাজ হচ্ছে বিজ্ঞাপনের একটা উত্তর দেওয়া।

অরুণ গলা তুলে ডাকল, রঘু! এই রঘু!

রঘু বাজারে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল, জবাব দিল, যাই বাবু।

এই ফাঁকে আবার বিজ্ঞাপনটা পড়ল অরুণ। না, ওটা যে এমনি এমনি দেওয়া হয়েছে ভাবলে ভুল হবে। নির্ঘাৎ কোন মোটিভ রয়েছে পেছনে। এমনও হতে পারে, কেউ হয় তো অদ্ভুত এক পরিস্থিতিতে পড়ে এরকম একটা বিজ্ঞাপন দিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কি সেই পরিস্থিতি !

—ডাকছিলেন বাবু ?

—হুঁ, এদিকে আয়, প্যাড দে। জরুরি একটা চিঠি ছাড়তে হবে এখুনি।

রঘু প্যাড আর কলম এগিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ চায়ের কাপের দিকে চোখ পড়ায় ওর সেই স্বভাবসুলভ কাঁধ-ঝাঁকানো মুদ্রাদোষটি প্রকাশ করে এক গাল হাসে, এঁ হেঁ, আপনাকে নিয়ে আর পারি না দাদাবাবু !

—কেন রে, কি করেছি ?

—চায়ের কাপ যেমন দিলাম, তেমনি পড়ে রইল যে। এরপর কি জল করে খাবেন ?

—ওহ-হো ! চা খাই নি বুঝি, এ সময় চা খাওয়ার কথা কি মনে থাকে !

রঘু কেমন দুর্বোধ্য চোখে তাকায়।

—এই দেখ না, কী অদ্ভুত একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কাগজে।

রঘু আর একটু কাছে এগোয়, কি বিজ্ঞাপন দাদাবাবু ?

অরুণ গলা নিচু করে বলে, পৃথিবীতে যে কত অদ্ভুত অদ্ভুত মানুষ থাকে, আর মানুষের কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছে হয়।

—কি হয়েছে, বলুন না দাদাবাবু ? আগ্রহে মেঝেতেই বসে পড়ে রঘু।

অরুণ বলে, তার আগে একটা ছোট্ট প্রশ্ন করি তোকে, বল তো মানুষ মরে গেলেই কি সব শেষ হয়ে যায় ?

রঘু কেমন ঘোলাটে চোখে তাকায়, এজ্ঞে এই সকালবেলা ও কী কথা দাদাবাবু? কে মরেছে?

—কেউ মরে নি। তবে জানতে চাইছি, কেউ যদি মরে, সেখানেই কি তার শেষ?

প্রশ্নটা এবারও পরিষ্কার হল না রঘুর কাছে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

অরুণ বলল, ঠিক আছে, মনে কর একটা লোক মারা গেল; লোকটা যদি হিন্দু হয় তা হলে তো তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে, আর যদি সে মুসলমান বা খ্রিস্টান হয়, তা হলে তাকে গোড় দেওয়া হবে, তাই না? কিন্তু তারপর?

রঘু আরো গুটিয়ে যায়, কি হয়েছে বলুন না দাদাবাবু?

জ্ঞানী বুদ্ধের মতো হাসে অরুণ, আসলে কি জানিস, পৃথিবীতে কিছু কিছু লোক আছে তারা পোড়ায় না, কবরও দেয় না।

—তা হলে! কি করে তারা?

—রেখে দেয়।

—রেখে দেয়!

—হ্যাঁ রে, রেখে দেয়। মৃত্যুর পরও কিছু একটা হতে পারে মনে করে তারা মৃতদেহটাকে অনেক কায়দা-কসরত করে রেখে দেয়। হাজার হাজার বছর আগে মরে গেছে, কিন্তু এখনো তার দেহটা রেখে দেওয়া আছে, এমন ঘটনাও ঘটে। সে সব গল্প পরে শুনিস, এখন এই দেখ, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

রঘু অল্পস্বল্প পড়তে পারে। কাগজ নিয়ে পড়ার চেষ্টা করল।

অরুণই পড়ে বুঝিয়ে দিল, লিখেছে মরে যাওয়ার পর দেহটাকে রক্ষা করার দায়িত্ব যদি কেউ নিতে পারেন, তাহলে যোগাযোগ করুন

—এ কী অদ্ভুত কথা দাদাবাবু! কিন্তু আপনি যেন ও সবের মধ্যে যাবেন না। জীবনে অনেক শক্ত শক্ত কাজ করেছেন, কিন্তু দোহাই দাদাবাবু, ওর মধ্যে ঢুকবেন না। চোখে কেমন উৎকণ্ঠা গড়ায় রঘুর।

অরুণ আবার একটু হাসে, ঢোকাঢুকির কি আছে। তবে বিজ্ঞাপনটা কে দিল, কেন দিল জানতে ইচ্ছা করে না?

রঘু জানে, দাদাবাবুর ওই এক দোষ, কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ পেলেই আর ওকে ধরে রাখা যায় না। কিন্তু এরকম একটা মারাত্মক ব্যাপারের মধ্যে দাদাবাবু যাবেন, ভাবতেই কেমন অস্বস্তি হয় ওর।

আবার বলল, দোহাই দাদাবাবু, ওসব মড়া-ফড়া ব্যাপারের মধ্যে না যাওয়াই ভাল! কি করতে কি হয়ে যাবে, শেষটায় ঝামেলার আর শেষ থাকবে না।

ততক্ষণে চিঠি লেখা শেষ হয়ে গিয়েছিল অরুণের। জল দিয়ে মুখ আটকিয়ে রঘুর হাতে তুলে দিল। নে, পোস্ট করে দিস। আর যাবার আগে এক কাপ চা খাইয়ে যাস। বুঝলি?

—কাজটা কিন্তু ভাল হচ্ছে না দাদাবাবু। আপনি এখানে একা থাকেন, আমার মন বলছে ভাল হচ্ছে না।

রঘুর কাঁধে হাত রেখে একটা ঝাঁকি দিল অরুণ। হাসল, আমি এখানে একা থাকি কি রকম? আমার গার্জেন হিসেবে তুই তো আছিস। যা ওঠ, এক কাপ চা খাইয়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে আয়। যা।

রঘু উঠল। দাদাবাবুকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা। মাথায় একবার যখন ঢুকেছে, শেষ না দেখে আর ছাড়বে না। তবু শেষবারের মতো আর একবার চেষ্টা করে রঘু, বলে, আমার কথাটা কিন্তু ভেবে দেখবেন দাদাবাবু। আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ, কিন্তু ওসব জিন-পরীর ব্যাপার আমিও কিছু কিছু জানি।

—জিন-পরী! এর মধ্যে আবার ওসব এল কি করে? কৌতুকে তাকায় অরুণ।

—এল না! আপনিই তো বললেন, মানুষ মরে গেলেই সব কিছু শেষ হয়ে যায় না। যতক্ষণ না দেহটার সৎগতি হচ্ছে, ততক্ষণ তো আত্মাটা ওর সঙ্গে সঙ্গেই থাকে।